প্রথম আলো

তারিখ 04 DEC 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতা বেড়েছে

শুভংকর শুভ ● জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

'বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে ভয় করে। কোনো রকমে ক্লাস করে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করি। কখন যে মারামারির মধ্যে পড়ে যাই!' জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক উত্তপ্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে এভাবেই প্রতিক্রিয়া জানান ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ফারজানা ইমতিয়াজ।

ঈদ ও পূজার ছুটি শেষে গত ১২ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর থেকে দেড় মাসে বহু ছোট-বড় সংঘর্ষ হয়েছে। এসব সংঘর্ষে ছাত্রলীগ, শিবির ও ছাত্রদলের সমর্থক, সাধারণ শিক্ষার্থীসহ আহত হয়েছে দেড় শতাধিক।

ঈদ ও পূজার ছুটি শেষে গত ১২ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর থেকে দেড় মাসে বহু ছোট-বড় সংঘর্ষ হয়েছে। এসব সংঘর্ষে ছাত্রলীগ, শিবির ও ছাত্রদলের সমর্থক, সাধারণ শিক্ষার্থীসহ আহত হয়েছে দেড় শতাধিক

ছাত্র সংগঠনের সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল রয়েছে। এ ছাড়া এ দুই দলের সমর্থকেরা 'শিবির হটাও' কর্মসূচি দেওয়ায় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত থাকছে।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরদিন শিবির হটাও কর্মসূচিতে ছাত্রলীগের সঙ্গে শিবিরের সংঘর্ষে দুই পক্ষে ১৫ জন আহত হয়। ২৫ অক্টোবর উদীচীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন পণ্ড করতে এলে শিবিরের কর্মীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সমর্থকদের সংঘর্ষ বাধে। এ সময় দুই দলের ২৫ জন আহত হয়। ২০ অক্টোবর প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিতরণ শুরু হলে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের দুটি পক্ষ ফরম-বাণিজ্যে নামে। একই সঙ্গে তারা ফরম ছিনতাই শুরু করে।

গত ২ নভেম্বর ওই ছিনতাই ঘটনার বিচার করার সময় ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, সভাপতিসহ ২৫ জন আহত হয়। সংঘর্ষের সময় ছোট ভাইয়ের ফরম জমা দিতে আসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সনেট গুরুতর আহত হন।

ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক কাজী আবু সাঈদের ভাষ্যমতে, সংগঠনের কিছু দুষ্ট প্রকৃতির সমর্থকদের কারণে এসব ঘটনা বেড়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের মধ্যে দুই পক্ষের বিরোধের কথাও স্বীকার করেন।

ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মো. কামরুল হাসান রিপনের ভাষ্যমতে, 'আমার একার পক্ষে ক্যাম্পাস শান্ত রাখা সম্ভব নয়। তার পরও আমার দলের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সঞ্জীব, শাওন, বাবর, শাহদাত, এমদাদসহ ছয়জনকে সাময়িক বহিষ্কার এবং প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছি।'

ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান খোকনের ভাষ্যমতে, 'আমাদের ভেতরে কোন্দল থাকলেও গত এক মাসে কিন্তু নিজেদের ভেতর কোনো সমস্যা হয়নি।'

ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি নিজামুল হক নাঈমের ভাষ্যমতে, 'শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেই নাকি সংঘর্ষ হয়। কিন্তু আমরা ক্যাম্পাসের বাইরে থাকার পরও প্রতিনিয়ত এসব ঘটনা ঘটছে।'

ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আশিকুর রহমান দাবি করেন, কয়েকটি সংগঠনের আদর্শহীনতার কারণেই প্রতিনিয়ত এমন ঘটনা ঘটছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি ঘটনারও সুষ্ঠু তদন্ত করেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী আশাদুজ্জামান বলেন, 'এসব ঘটনায় দু-একটি মামলাও করেছি। ইতিমধ্যে আমরা প্রক্টরিয়াল বডি শক্তিশালী করেছি।'

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক বলেন, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনটি ঘটবেই। ছোট ক্যাম্পাস, তাই তুচ্ছ ঘটনাও চোখে পড়ে। তার পরও আমরা ব্যবস্থা নেব।'